R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ ২০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪২২ ১৪ই অক্টোবর ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

সরকারী মদতে চিকিৎসার নামে নরমেধ যজ্ঞ চলছে জঙ্গিপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নার্সিংহোম ও প্যাথ সেন্টারের মতো এখানে ওষুধের দোকানও গজিয়ে উঠেছে সীমাহীনভাবে। উপযুক্ত ক্রেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট ছাড়া ফার্মেসী খোলা যাবে না--এটা চালু আইন। কোন স্যানিটারী অফিসার বা ড্রাগ কনট্রোল দপ্তর এসব নিয়ে কোন তদন্ত বা অনুসন্ধান করেছেন ? না মাসোহারা বন্দোবস্ত সবাই চুপ। এস.ডি.ও ; এস.ডি.পি.ও বা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কি কিছুই করার নেই ? ডায়গনেষ্টিক সেন্টারগুলো দেখার জন্য নির্দিষ্ট অফিসার কে ? কেন তাকে কাটগড়ায় তোলা হচ্ছে না-এ অভিযোগ অনেক ভুক্তভোগীর। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে নকল ওষুধ প্রতিরোধে যে সব অফিসার নিযুক্ত আছেন, তারা কতটা তৎপর এবং অসৎ তা বাগরি মার্কেটের জাল ওষুধের বেপরোয়া কারবার দেখেই বোঝা যায়। হাসপাতালের মধ্যে যে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চালু হয়েছে, তারাও মওকা বুঝে দাম বেশী নিচ্ছে বা প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ দিচ্ছে না বলে অনেকেই অভিযোগ করছে। বর্তমানে জীবনদায়ী ওষুধের দাম দিন দিন আকাশছোঁয়া। বিশেষ করে মোদী সরকার আসার পর। এর জন্য দায়ী কে ? এদিকে মানুষ ডাক্তারের কাছে গেলেই প্রথমে ২৫০/৩০০ টাকা আগাম আদায় করে নিয়ে পরে প্রেসক্রিপশনে ওষুধের রচনা লিখে দিচ্ছেন। প্রায় ক্ষেত্রে শুরুতেই এ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা

(৪ পাতায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীর চাপ দিনের দিন বাড়লেও ডাক্তার স্বল্পতার কারণে স্বাস্থ্য পরিষেবার কোন উন্নতি হচ্ছে না বলে আপামর জনসাধারণের অভিযোগ। বীরভূম বা ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত এলাকা বা লালগোলা থানা এলাকা থেকে রোগীর চাপ নিয়মিত বাড়ছেই। অন্যদিকে আউটডোর সকাল ৮-৩০ টায় চালুর নির্দেশ থাকলেও ১০-৩০ টার আগে কোন দিনই চালু হয় না। অনেক অনেক দিন ১১-০০টাও হয়ে যায়। ডাক্তাররা বিভিন্ন চেম্বারে প্রাইভেট প্রাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এদিকে দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু অসুস্থ মানুষ সাত সকালে এসে আউটডোরের টিকিট কেটে নিয়ে ডাক্তারদের অপেক্ষায় হাপিত্যেশ করেন। খবর, দৈনিক গড়ে এখানে ১০০ রোগী ভর্তি হয়। এর ফলে ৫০০ বেডের এই হাসপাতালে বহু রোগী ঘরের মেঝে বা বারান্দায় মাটিতে পড়ে থেকে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করেন। এত চাপের মধ্যেও এখানে দীর্ঘ সময় ধরে অর্থপেডিষ্ট সার্জেন জেনারেল সার্জেন, জিনারেল ফিজিসিয়ান, ডেন্টিষ্ট নাই। প্রয়োজন মতো নাই সিষ্টার, জিডিএ,সুইপার। সুপার ডাঃ শাশ্বত মণ্ডলকে অন্যত্র বদলি করা সত্ত্বেও নানা টালবাহানায় তিনি এখানেই অবস্থান করছেন। এদিকে রোগীদের ডায়েট সাপ্লায় নিয়ে তিন ঠিকাদারের মধ্যে চলছে চাপান উতোর।

কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা পঞ্চায়েত ভবনের সামনে ৪ অক্টোবর এক সভা হয়। সেখানে কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মর্তুজা সেখের নেতৃত্বে ইচ্ছাখালি বুথ নং ১৭৫ থেকে ২০০ এবং ১৭৩ নং বুথের লক্ষ্মীজোলা গ্রাম থেকে সিপিএমের আব্দুল হাকিমের নেতৃত্বে ১৫০ জন। কাশিয়াডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাগ নতুনপাড়ার আর.এস.পি এবং কংগ্রেস থেকে ৫০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। নতুন কর্মী ও সমর্থকদের হাতে পতাকা তুলে দেন ব্লক সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে ৫৯ নং বিধানসভার পর্যবেক্ষক সৈয়দ সাদেক (রিটু) উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমা উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা :পঞ্চমীর দিন জঙ্গিপুর এস.বি.এস-এর দুর্গা প্রতিমার উদ্বোধন করবেন জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী। বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এই পুজো পনর বছরে পা দিল বলে জানা যায়।

দোতলা বাড়ি বিক্রি
রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহারবাটী সংলগ্ন তরকারি বাজারের রাস্তায় ৩ শতক জায়গার উপর নিচে দুটো ফ্ল্যাট ও দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট (মোট ১০টি ঘর), তিনতলায় বিশাল ছাদ।
৮৪৩৬৩৩০৯০৭
০৩৪৮৩/২৬৬২২৮

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে আশ্বিন, বুধবার, ১৪২২

".....পাহি বিশ্বম্"

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। মহালয়ার বেতার অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' সকলের মনে পূজা-পূজা ভাব আনিয়া দেয়। 'জাগো দুর্গা, দশ প্রহরণধারিনি...', 'মাতালো যে ভুবন.....' প্রভৃতি গানগুলি মনের পরতে পরতে দাগ কাটিয়া এক খুশির পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষ সম্বৎসরের দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া একটু আনন্দ পাইবার ব্যবস্থায় মাতিয়া যায়। অবস্থা নির্বিশেষে কয়েকটি দিন সকলে একটু ভাল খাওয়া, নববস্ত্রে পরিধান করা, পারস্পরিক প্রীতিবিনিময় প্রভৃতির জন্য উন্মুখ হইয়া পড়েন। যাঁহারা লক্ষ্মীবন্ত, তাঁহারা পূজার অবকাশে পর্যটনে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছেন। প্রবাসীরা স্ব স্ব গৃহে প্রিয়পরিজনদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুতি লইতেছেন ; তদীয় সন্তানেরা পিতৃমিলনের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন।

তবু যেন এই মহাপূজা ও মহোৎসব আজ অনেকের নিকট এক ভীতির তথা আনন্দের অনিশ্চয়তায় পূর্ণ হইতেছে। পূজায় ভ্রমণ বিষয়েই ইহা পুরোপুরি যেন প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই আজ এইরূপ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীরা জঙ্গীহানায় তৎপর। পৃথিবীর সব দেশেই জঙ্গীসন্ত্রাসবাদীদের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। কোথায়, কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটিবে এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটিবে, বলা যায় না। সারা পৃথিবীব্যাপী এক অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য। অপরদিকে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের আহ্বান তাবৎ ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্র তাহাতে সম্পূর্ণ সাড়া এখন পর্যন্ত না দিলেও, ভবিষ্যতে কী হইবে, বলা যায় না। পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে হয়ত আগাইতেছে।

তবে বিশ্বপরিস্থিতি যে অশ্বস্তিময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যেই বাঙ্গালীর মহাপূজা- মাতৃআরাধনা--শক্তিভিক্ষা। দেবী বলিয়াছেন--"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি/তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যামরি-সংরক্ষয়ম্।।"অশুভশক্তি শুভশক্তির সংঘাতে বিনষ্ট হউক, মানুষের প্রাণ নিরাপদ হউক, পূজা সকলকে আনন্দ দান করুক--আমরা সকলের জন্য এই কামনা করি।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মশাবাহিত রোগ প্রসঙ্গে

আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গারমত রঘুনাথগঞ্জ শহর ও গঙ্গাপাড়ের মানুষের জ্বর সর্দিকাশি ইত্যাদি নিয়ে নাজেহাল অবস্থা। পাশাপাশি শহরের মোড়গুলোর কোন কোন জায়গায় জঙ্গিপুর পুরসভা থেকে বসানো বড় বড় ডাস্টবিনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়া আবর্জনার ভেতরে থাকা মশকবাহিনীর দৌরাত্ম্য ও শহরের আনাচে কানাচে জমে থাকা জলে লার্ভার বংশবৃদ্ধি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে পৌরসভা থেকে মশার লার্ভা নষ্ট করার জন্য কোন কোন ওয়ার্ডে কীটনাশক তেল স্প্রে করা হয়ে থাকে। ব্যাপকভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কীটনাশক প্রয়োগ করলে রঘুনাথগঞ্জ শহর ও গঙ্গাপারের মানুষেরা যে কোন মুহূর্তে ধেয়ে আসা মশাবাহিত রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

মমতার মাষ্টার-স্ট্রোক

শীলভদ্র সান্যাল

বাজারে এটাই এখন জোর খবর। মূলত, তাঁরই সৌজন্যে নেতাজির চৌষট্টিটি ফাইল এখন জনতার দরবারে। এর ফলে,এক ঢিলে অনেকগুলি পাখিও মারা পড়ল। বিশেষ, দু'টি প্রধান লক্ষ্যপূরণে মমতা সফল। এক, এর ফলে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে চাপে ফেলে দেওয়া হল। দুই, নানা অ-বাঞ্ছিত ঘটনায় দৃশ্যত বিব্রত সরকার নেতাজির যাদুকাঠি ব্যবহার ক'রে আমজনতার নজর অনেকটাই অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ। বিশেষ, নির্বাচন যখন সমুখে। অবশ্য 'আপাতনিরীহ' ওই ফাইলগুলো ঘাঁটাঘাটি ক'রে যে, নেতাজি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবেনা, বিরোধী নেতা ইতিমধ্যেই সে-কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ-জাতীয় মন্তব্য কতটা সমীচীন, সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তিনি,, বারো হাজার পাতার ওই সমস্ত ফাইল পড়ে দেখেছেন কী ? বামফ্রন্টের অন্যতম সহযোগী দল,ফরোয়ার্ড ব্লক-এর অতি প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত অশোক ঘোষ অবশ্য এই কাজের জন্য মমতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কম্যুনিষ্টরা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজির স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে এবং তার নানা অপব্যাখ্যা করেছে (পরবর্তীকালে অবশ্য এই ধারণা পরিবর্তিত হয়)। নিতান্ত কাকতালীয় না হলেও, সদ্য-কংগ্রেস বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র (১৯৩৯) প্রতিষ্ঠিত সেই ফরোয়ার্ড ব্লক পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী বামজমানায় অন্যতম সহযোগী দল। সেই দলের অন্ধ ভক্তরা এই সেদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করত, নেতাজি জীবিত এবং তিনি বীরের বেশেই ফিরে আসবেন। দুই, বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়নি। এবং তিন, তিনি বিবাহ করতে পারেন না। প্রেমপত্র লেখা তো দূরের কথা (প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, বেশ কয়েক বছর আগে নেতাজি ও এসলি সিঙ্কল-এর মধ্যে যে-সব চিঠি-চাপাটি হয়েছিল, তারই কিছু--কিছু একটা পত্রিকা প্রকাশ করার ফলে ফরোয়ার্ড ব্লক-এর নেতাজি-ভক্তরা কোনও এক ভোরবেলায় রে রে ক'রে কাগজের ভ্যানের ওপর চড়াও হয়ে সব কাগজ আগুনে পুড়িয়ে দেয়) ! এমিলি সিঙ্কল (বসু) যে, নেতাজির বিবাহিতা স্ত্রী এবং একটি কন্যা সন্তানের জননী--এ-কথা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে বসু-পরিবার তাঁকে

(৪ পাতায়)

চল্‌তে-ফিরতে

আশিস রায়

আসন্নপ্রসবা খেঁকি কুকুরটা গেটে এসে বসেছে। রোজ আসে। জানে ঠিক এই বেলা দেড়টা নাগাদ দুপুরের পাতের এঁটো-কাঁটা বাইরে ফেলে দিতে যাব। উচ্ছিষ্ট ফেলে দেওয়ামাত্র কুকুরটা উঠে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকাল। পৌষের শেষ কিংবা মাঘের শুরুতে ওর বাচ্চা হবে। পেটে বাচ্চা। তিনটে না চারটে কে জানে ! এখন ওর ক্ষিদের জ্বালা খুব। তবে গোগ্রাসে খেতে পারে না। মাছের কাঁটা অনেকক্ষণ ধরে চিবোয়। চোখ বন্ধ করে। হঠাৎ দশাসই চেহারার একটা কুকুর ছুটে এল--মা-কুকুরটা সরে দাঁড়াল।

গেটের সামনে একটা ভ্যান্‌স্ট্যাণ্ড। ভ্যানওয়ালা বসে বসে বিড়ি টানছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। লোকটা বলল--আপনি তো রোজ-ই খেতে দেন, ওটা খেতে পায়না, মদ্দা কুকুরটা ওকে হটিয়ে দিয়ে খেয়ে যায়। আচমকা পায়ের কাছে একটা ঢিল এসে পড়তেই চম্‌কে উঠে দেখি বছর আট-দশের একটা ছেলে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে ধেড়ে কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। মা-কুকুরটার জন্যে ওর-ও বোধ হয় মায়া হয়। কলতলার দিকে এগিয়েছি। গেটের ওপারে মেয়েলি গলার ধমকের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালাম। ছেলেটার চেয়ে বছর দু'তিনেকের বড়ো একটা কালো মেয়ে ওর কান ধরে বক্‌তে বক্‌তে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে আর বল্‌ছে--'এখানে এসে বসে আছিস? দোকান দেখতে হবে না ?' সামনের পানবিড়ির দোকানে ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখি। দোকানদার ওদের খদ্দের সামলাতে বলে কোথায় চলে যায়।

একটু পরেই ঘরে বসে দেখছি মেয়েটাকে ওর বাবা বেদম ধমকাচ্ছে। হয়ত উনোনে দুধের ডেক্‌চি বসানো ছিল--ফুটেফুটে দুধ উথ্‌লে উঠে পড়ে গেছে। উনোনের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া দুধ আর মাটিতে গড়াগড়ি চায়ের গেলাস কুকুরে চাট্‌ছে। মেজাজ হারিয়ে দোকানী ঠাস্ করে ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। গালে হাত রেখে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা চলে গেল।

আধঘণ্টাও কাটেনি। ঘুঁটে দেওয়া গৌবরমাখা হাতে কোমরে শক্ত কাপড়-আঁটা একটা মাঝবয়সী বউ সেই কালো মেয়েটার হাত ধরে দোকানীর সামনে এসে মেয়ের গালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল--'কি করেছ দ্যাখো !' পরক্ষণেই বউটার অকথ্য গালিগালাজ--বাপ তুলে কত কি বলে যাচ্ছে। শুধু মারতে বাকি। দু'একজন খদ্দের দাঁড়িয়েছিল। তারা সরে গেল। আমি একমাত্র সাক্ষী হয়ে জানলার ধারে বসে আছি। দেখতে পেলাম বউ-এর গালাগাল শুনতে-শুনতে "আজ আর ঘরেই ফিরব না" বলে দোকানী কোথায় চলে গেল।

এই ভরসন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে দুপুরের ঐ অশান্তিটার কথা-ই ভাবছি। কেবল মনে হচ্ছে--না যেতাম খেঁকি কুকুরটাকে খাওয়াতে না ঘটত অতসব কাণ্ড ! যে ছেলেটা ঢিল ছুড়ে কুকুর তাড়াচ্ছিল তাকে ওর দিদি-ও টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেত না। মেয়েটাকে ওর বাবা রাগের মাথায় চড় মেরেছিল। না মারলে দোকানীর বউ দোকানে আসত না আর লোকটা-ও "আর ঘরেই ফিরব না" বলে চলেও যেত না। এখন ভাবতে খুব খারাপ লাগছে যে রাস্তার একটা কুকুরকে খাওয়াতে গিয়ে একটা মানুষকে ঘরছাড়া করলাম। (৩ পাতায়)

রাঢ় বঙ্গের বারোমাস্যা (৮)

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিত পর). লুঠেরাদের পেট কখনোই ভরেনা। কেরোসিনটুকুও গরীবরা কিমত পেলে সবঘরে আলোটা জ্বলতো। একটা কুপি বা লণ্ঠনের আলোয় সব সামলাতে হয় তাদের। মাঝে মধ্যে তা থেকে পাটকাঠির বোঝায় আগুন লেগেও যায়, বিছানায় ঘরে সাপে কামড়ায়। হাতে পায়ে দরদ হলে ঐ কেরোসিনই মালিশ করে। বাবুদের পুকুরে মাছ ধরে এসে 'খালুস্' এর চুল্কানী থেকে বাঁচতে কেরোসিন ঘঁষে। রেশনবাবুরা সেটাও মেরে দিচ্ছে। মন্টুরাও লণ্ঠনের আলোয় কাটিয়েছে শৈশব। আজো কাটে কতজনের। এখন একদল ছেলেমেয়ে কত গ্রাম থেকে মুড়ি বাতাসা বেঁধে পাকা সড়ক দিয়ে সাইকেল নিয়ে সাতসকালে বেরিয়ে দূরের সাগরদীঘি স্কুলে পড়ে,আবার টিফিনে ঐ জলখাবারটা খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। এসেই ভাত খায় দুটো গরম গরম। সকালে প্রাইভেট পড়ে সাড়ে ন'টা অবধি। কষ্ট করে এতসব করেও বাঁচার মত কাজ বা চাকরী জুটেনা। আদিবাসী,তপশীলিরা অনেকে বড়লোক হলেও জাত ভাঙ্গিয়ে পেয়ে যায়। সাইকেল ছিল খুব কম মন্টুদের সময়। তখন পায়ে হেঁটে সাগরদীঘি যেত সব পড়তে। শীতের বিকেল চারটের পরই প্রায় শেষ। বাড়ি ফিরতো অন্ধকার বেলায়। ক্লান্তিতে মাথাঠোকা যায় লণ্ঠনে, কিন্তু উপায় নাই কালকের পড়া তৈরী করতেই হবে। গোটা গ্রাম ঘুমিয়ে যেত রাত্রি আটটার মধ্যে। চারদিকে ঘুটঘুটে জমাট আঁধার, প্রচুর জোনাকীর টুনি আলো। কোথায় এক গোসাপ ডেকে চলেছে ভেড়ার মত শব্দ করে। বাঁশের ডগায় বসে থাকা পাখীরা ডানা ঝটপট করে বেয়ে আসা বেঁতাঝাড় সাপকে ফেলে দিচ্ছে। পুকুরের দিকে তীব্র ঝিঁঝিঁর আওয়াজে কান পাতা দায়। ব্যাঙ ধরেছে সাপে, থেকে থেকে তার অন্তিম আর্তনাদ ক্যাঁ...ক্যাঁ। শীতের সকাল-সন্ধ্যায় আগুন জ্বালিয়ে তাপ নেয় অনেকে। রোদ উঠলে হামলে পরে সবাই। ঘন নীল আকাশে শঙ্খচিল ডাকে ঘুরে ঘুরে চ্যাঁ..চ্যাঁ করে। মন্টুরা ঐ পেট সাদা খয়েরী চিলকে দেখলেই প্রণাম করে। কার কাছে যেন শিখেছিল প্রণাম করলে দিন ভাল যায়। একদিন মাল পাড়ার গাবু পিসির ভর উঠেছে। বাড়ি থেকে দৌড়ে আছড়ে পড়েছে বিষহরি তলার উঠোনে। এলো-চুল, ভিজে কাপড়। মাথা ঘোরাচ্ছে পেছনে পা করে বসে। কত কি বলছে। সবাই খুব ভক্তি করছে ধূপ দিয়েছে খুব করে। কেউ বলছে 'মা তুমি কি লিব্যা বলো !' পিসি বলছে--'পটলার বেটাকে কাটবো এবছর। ও আমার মুন্দিরে মুত্যাছে কাল। আমি ওকে খাবই।' পটলার মা বেচারা পায়ে পড়ে বলছে 'মাগো ও ছোটছেল্যা। ক্ষমা করে দ্যাও মা। মা মুনুসাগো, ও জানেনাখো মুন্দিরের জায়গা উটা।' তখন পিসি বলছে 'তাহলে এই মুঙ্গোল বারই জোড়া ঢাক দিঙে,ফল,বাতাসা দিঙে চার কুড়ি টাকা দিঙে পুজ্যা দে আমার।'সঙ্গে সঙ্গে তাই মেনে নিল চোখের জলে তারা। ছেলেটাও চোরের মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বহু মেয়েরা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে মন্দিরের মধ্যে সিঁদুর মাখানো নীরব দেবীর দিকে তাকিয়ে। মন্টুর এসব বিশ্বাসই হয়না। বইতে পড়েছে, মাও বলেছে ঠাকুর দেবতা কখনো এত নিষ্ঠুর হন না, তাঁরা ভুল ধরলে মানুষের সাধ্য কি একপা চলে ! দূরে অনেকক্ষণ থেকেই মেন্টুকাকা ব্যাপারটা দেখছিল। এবার আশপাশের লোকদের বলে উঠলো 'শালির পাছায় পাঁচনের দু'চার বারি পড়ে--এখনই মনসা পালাবে। যতসব ব্যবসার ধান্দা। যত মাল শিয়ালকেই--কালী না হয় মনসা ভর করে নাকি ! কই ভদ্রলোকের মেয়্যাদের তো ভর হয় না।" আর যাবে কোথায় ! দক্ষিণ পাড়ার ভূজঙ্গ মাহারা বলে উঠলো' খবরদার জাত তুলে কথা বুলিওনা।' মাঝখানে নেমে অনেকে ঝগড়া থামালেও পিসি বোধ হয় শুনতে পেয়েছে। আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকানো বন্ধ করে শুয়ে পড়লো। ভীড় ভেঙ্গে গেল। কুসংস্কার আর কুশিক্ষা আজো সমাজ থেকে দূর হয়নি। শিক্ষিত লোকেদেরও নানা বাজে যুক্তিহীন কত কুসংস্কার। দেখা গেছে বহু সংসারে বড় বিপদ আপদ হলেই যার সঙ্গে ঝগড়া আছে তার কথা বলে বলা হয় ওদের অভিশাপেই আমাদের এই সর্বনাশ হলো। যেন শকুনের শাপে গরু মরে ! লেখাপড়া শিখেও বদ্ধ সংস্কার মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাই তো শঙ্খচিলকে দেখলেই বুকের কাছে হাতটা উঠে আসে আজো মন্টুর। পিসি নাকি ঐ দিন রাতেই সেবাইতদের বাড়ি গিয়ে দশ কাঠা চাল আর কুড়ি টাকা এনেছিল। ধুলুর মেজদির বিয়ের এক মাসের মধ্যে তার শ্বশুড়কে মেছো আলাদ সাপে কেটেছিল খড় টানার সময়। বাঁচেনি। ওরা অপবাদ দিল ঐ মেয়েই কুপয়া।

চলতে ফিরতে .....(২ পাতার পর)

অপরাধ তো আমার-ই ! তবে এজন্যে কারো কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। বাইরের লোক কেউ জানতেই পারল না কি ঘটে গেছে আজ দুপুরবেলায়। হঠাৎ চমকে উঠতে হল। একটা মিছিল এগিয়ে আসছে এই পাড়ার দিকে। মিছিলের শ্লোগান ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। মিছিল চলে এসেছে আমার বাড়ির কাছে--যেন একেবারে আমার বাড়িটার দোরগোড়ায়। এখন স্পষ্ট শুনছি মিছিল থেকে শ্লোগান উঠছে--জবাব চাই..জবাব চাই..। শুনে শিউরে উঠলাম। জানলাটা বন্ধ করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। মনে হল কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধের তদন্ত দাবি করে মিছিল থেকে ঐ শ্লোগানটা উঠছে।

তাড়িয়ে দিল। বছর খানেক পর এক গেরেস্তর বাড়িতে কাজ করার সময় গায়ে ভারি হলো। ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারেনি মন্টু। সহপাঠিনীদেরকে জানতে গিয়ে তাদের হাসি দেখেও বুঝতে পারেনি। ধুলু পরে সব বলেছিল। ওরা কত কি জানে। মেয়েটাকে রাতারাতি জিয়াগঞ্জের লণ্ডন মিশনারী হাসপাতালে খালাস করানো হয়েছিল। সেই গেরস্ত শয়তান এক পয়সা দেয়নি। তার কিছুদিন পর সকলের অবহেলা সইতে না পেরে বয়ারের বেজাতের একজনের সঙ্গে পালিয়ে গেল। এখন নাকি বিরাট অবস্থা। অঘ্রাণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত রোজ ছামুগ্রাম থেকে রাখালকে সঙ্গে নিয়ে বাঘ মাসীর বর কানু মেশো তাস খেলতে মন্টুদের বাংলায় আসতো। কি নেশা ! প্রায় দু'কিলোমিটার কাঁচা ভাঙ্গা পথ। মা রোজ পাঁপড় বা বেগুনি, মুড়ি-চা পাঠিয়ে দেন। ফাল্গুনে রেললাইনের ধারে, গ্রামের তেমাথায় বিরাট শিমূল গাছে যেন আগুন লাগে। দু'চারটা মেয়ে বিয়ে হয়ে বিদেয় হয়। কি কান্নার রোল। দু'চার দিন পরে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। মন্টু দেখেছে তারই সহপাঠী মেয়েরা কেমন রাতারাতি বড় হয়ে যায়। ভাইফোঁটায়, পুজোর সময় শাড়ি পড়ে। বাপ মায়ের বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করে ওঠে। বিয়ের বয়স হয়ে এলো ! ওরাও কেমন যেন দূরে সরে যায়, গম্ভীর হয়ে যায়। রাস্তায় একা দেখা হলে না হেসে দু'একটা কথা বলে পালিয়ে যায়। অনেকে চোখের দিকে না তাকিয়ে মাটিতে দৃষ্টি রেখে কথা বলে। ছাড়া ছাড়া ভাব, কেন ? অনেক পরে মন্টু বুঝেছিল এই শালীনতা এই লজ্জাই মেয়েদের অলঙ্কার। বদনামের ভয়, পবিত্রতা, সংযম তাকে রক্ষা করতো। আজ ওটা নাই বলেই যত অঘটন ঘটে চলেছে। নারী-স্বাধীনতার নামে উঁচুতলার সুরক্ষিত মেয়েরাই আত্মরক্ষার শিক্ষা না দিয়ে যে উস্কানীটা দেয় সংবাদ মাধ্যমে,তাতেই বাড়ছে ধর্ষণ,আরো রসাতলে যাচ্ছে সমাজ। এটা ভারতের সংস্কৃতিই নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে, ভোগবাদী জীবনের হাতছানি। মন্টু বড় হয়ে এও দেখলো-এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ মুসলমানরা। তাদের মেয়েরা ধর্ষিতা হয় খুবই কদাচিৎ। তাদের ছেলেরা আত্মহত্যা করে খুবই কম। কেননা বাস্তবের মাটিতে তাদের পা থাকে, হিন্দু কিশোর কিশোরীরা অল্প বয়সেই এঁচোড়ে পেকে স্বপ্ন সত্যি ভেবে আকাশের চাঁদ ধরতে গিয়ে মরে। রান্না, সেলাই,গান শেখা, সাইকেল, সাঁতার শেখা, প্রায় ঘরেই বাধ্যতামূলক ছিল। মায়েরা বিকেলে টানটান করে চুল বেঁধে বিনুনী করে ফিতে বেঁধে দিতেন আর গেরস্তালীর কত শেখানো কথা বলতেন। তারা শুনতো রামায়ণ, মহাভারত। আজ ফেসবুক আর মোবাইল মাথা খাচ্ছে। তারা নাকি মানুষ হচ্ছে। মজার মানুষ ছিল মেন্টুকাকা আর গুরুপদ। গুরুপদর বাড়ি আর এক পাড়া সনকাডাঙ্গায়। শ্যামসুন্দরের মেলায় বাড়ি থেকে রুটি করে নিয়ে মেলায় ঢোকার আগে আধখানা কামড়ে খেয়ে এক মিষ্টির দোকানের ক্ষীরমোহনের কড়াইতে কায়দা করে ফেলে দেয়। ব্যাপারটা দেখে যাতে চাওর না হয় তার জন্য দোকানদার গুরুপদকে তাড়াতাড়ি ওটা তুলে নিয়ে পালাতে বলে। গুরপদ বারবার বলেই চলে--ছিঃ ছিঃ কুন্ কাম হঙে গেল বাপু ! ওরা গোটা চারেক বড় মিষ্টি শালপাতার ঠোঙায় ধরিয়ে ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে। হাসতে হাসতে গুরুপদ একটা খেয়ে বাকী তিনটে ছেলে বউকে দেয়। একবার মেন্টু কাকা আর টেপু মামা গ্রামের বাইরে শামুক্যাল্ পাখী মারতে বন্দুক নিয়ে বের হয়। তখন বর্ষার সময়। নিড়েন দিচ্ছিল পাশেই গুরুপদ। এরা যেই একটা পাখীর দিকে গুলি করেছে সঙ্গে সঙ্গে আঃ মরে গেলাম-বাঁচাও বলে বিকট চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে জমির আলে লুকিয়ে যায়। মেন্টুকাকা আর টেপু মামা 'যা ঃ লোকটা মরে গেল।' বলে মার দৌড়। বাড়ি এসে বন্দুকের নল পরিষ্কার করে লবণ জলে ভেজা ভেজা করে রাখলো। যত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ততই ঘামে। বিকেলে জঙ (মরচে) ধরে গেল নলে। ব্যস্ প্রমাণ নাই। আসুক পুলিশ, সবার বন্দুক দেখুক। গুলি চালালে মরচে ধরে ? যাই হোক্ বিকেল হতে যায় পুলিশ এলোনা। এ নিয়ে গ্রামে কিছু কেউ বলেও না।মানুষ মারা গেলে বিরাট ব্যাপার হয়ে যাবে। এরা দু'জনে ভয়ে ভয়ে বাইরে মন্দিরের বারান্দায় ঘন ঘন বিড়ি ধরাচ্ছে। হঠাৎ-একি ! গুরুপদই টেরি কেটে ধূতি গামছা ঘাড়ে এদিকে আসছে। (চলবে)

সরকারি মদতে চিকিৎসা ....

(২ পাতার পর)

হচ্ছে যা চরম ক্ষতিকারক। অনেকে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চিকিৎসার নামে পয়সা রোজগার করে চলেছেন। তাই চিকিৎসার নতুন দিগন্ত বলতে তাদের কাছে কিছু নেই।ওসবের তারা ধারও ধারেন না। অনেক অল্প ক্ষতিকর কম দামের ওষুধ বার হয়েছে। হার্ট, সুগার, প্রেসারের ক্ষেত্রে অনেক নতুন তথ্য বার হয়েছে। কিন্তু এখানকার ডাক্তাররা এসবের প্রয়োজন মনে করেন না। এদের ভুল ওষুধ প্রয়োগে এখানে অনেকেই অকালে চলে গেছেন। কেউ কেউ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে কারো লিভার, কারো কিডনি, কারো শ্বাসযন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। অনেক ভুক্তভোগী কোলকাতা না হয় দক্ষিণ ভারত ছুটেছেন প্রাণের তাগিদে। এখানকার কয়েকজন ডাক্তার এবং যারা বাইরে থেকে আসছেন, তাদের কারো কারো ডিগ্রী নিয়েও জল্পনা চলছে। স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসন এই সব ছোট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর স্থানীয় নেতারা ভোট ছাড়া সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তেমন আর সজাগ নন। ফায়দা ক্যা। ডাক্তারদের মৌচাকে ঢিল মেরে কেন তারা মোটা টাকা চাঁদা হারাতে যাবেন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬ বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP,LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০% - ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৪ % মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর

ফোন নং ২৬৬৫৬০

শত্রুঘ্ন সরকার, সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ, সভাপতি

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃরঘুনাথগঞ্জ(মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

মমতার মাষ্টার স্ট্রোক ....

(২ পাতার পর)

নিজেদের আত্মীয় বলে স্বীকার করে নেয়। সারা দেশও তখন অনন্যোপায় হ'য়ে এই স্বীকারোক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। বসু পরিবার আরও স্বীকার ক'রে নিয়েছেন (কোনও রকম নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই) যে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগষ্টের পর নেতাজি সম্ভবত (?) বেঁচে ছিলেন না এবং বিমান দুর্ঘটনাতে তাঁর অপঘাত-মৃত্যু হ'য়ে থাকতে পারে। এই ধারণার পেছনে তথ্য-প্রমাণের চেয়ে যে, বিশ্বাসটাই প্রবল, তা স্পষ্ট। এদিকে, মমতা দু'চার পাতা ফাইল উল্টে বলে দিলেন, নেতাজি সম্ভবত ১৯৪৫ সালের পরও বেঁচে ছিলেন। এ-সব পরস্পর বিরোধী মন্তব্যে জনগণের বিভ্রান্তি বেড়েছে। রহস্য আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে। নেতাজির মত রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যুরহস্যের (স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও) আজ পর্যন্ত কিনারা না হওয়াটা যেমন লজ্জার, তেমনই দুর্ভাগ্যের। জাতির কলঙ্কও বটে। দ্বিতীয়ত, যে-ফাইলগুলো নিয়ে চারিদিকে এত আলোচনা আর কৌতূহল, সেগুলোই বা কতটা অ-ক্ষত অটুট অবস্থায় পাওয়া গেল ? শোনা যাচ্ছে, কিছু-কিছু ফাইল নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। হলদে হয়ে যাওয়া বিপুল সংখ্যক পৃষ্ঠার মধ্যেও ক্রমপরম্পরাগত বিস্তর গরমিল। এমতাবস্থায়, সদ্যপ্রকাশিত ফাইলগুলি নেতাজি রহস্য উদ্ঘাটনে কতটা সহায়ক হ'য়ে উঠবে, প্রশ্ন থেকে যায়। মূল ফাইলগুলি অবশ্য কেন্দ্রের হেফাজতে। সেখানে গচ্ছিত আশিটি ফাইলের মধ্যে এপর্যন্ত মাত্র দু'টি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। নির্বাচনী জনসভায় বিজেপির প্রচারের অন্যতম অ্যাজেণ্ডা ছিল, ক্ষমতায় এলে তারা নেতাজি-সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইল প্রকাশ করবে। সুতরাং তারা যে কিছুটা চাপে, তা নিঃসন্দেহ।

এটা উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা যে,নেতাজির সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষের নিবিড় আবেগের সম্পর্ক। সমগ্র দেশ তাঁর অন্তর্ধান-রহস্যের কথা জানতে চায়। তাঁর মৃত্যুই বা কিভাবে হল ? ক্ষমতায় আসার পর, বিজেপি এ-বিষয়ে মৌনব্রত বা ধীরে-চলো নীতি অবলম্বন করেছে। সুদূর জার্মানী থেকে নেতাজি-কন্যা অনিতা পাফ বা আদবানীজি ফাইল-প্রকাশের অনুকূলে মত দেওয়াতে চাপ বেড়েছে আরও। ফাইলগুলির স্পর্শকাতরতার দিকটি বিবেচনা ক'রে বিজেপি আবার সেই পুরনো রাস্তায় হাঁটতে চাইছে। তারা বলছে ফাইল প্রকাশের আগে খতিয়ে দেখা দরকার, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনও অবনতি হ'তে পারে কিনা। নেতাজির 'মৃত্যু'-র এত বছর পরেও,দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ফাইলগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে কীভাবে বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে ? রহস্য-জাল যত জটিল হয়,ততই তা থেকে পল্লবিত হ'য়ে ওঠে নানাবিধ আষাঢ়ে গল্প, যার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। শৌলমারির সাধু বা গুমনাম বাবার কাহিনী তারই ফলশ্রুতি। কেউ বলে, তিনি নেহেরুর মৃতদেহের পাশে সাধুর বেশে দেখা দিয়েছিলেন (১৯৬৪ সাল)। কেউ বলে, তিনি রাশিয়ার জেলে বন্দী (রাশিয়ার মহাফেজখানাতেও নাকি তাঁর অনেক ফাইল গচ্ছিত)। কেউ বলে, তাঁকে চিনে দেখা গেছে ! এ-সব গাল গল্প-কথার ইতি হ'য়ে আসল সত্য প্রকাশ পাওয়া দরকার। স্বাধীনতার পর, তিন তিনটি কমিশন গঠন হওয়া সত্ত্বেও নেতাজি-রহস্যের কোনও কিনারা হয়নি। জাপানের রেনকোজি মন্দিরে যে-অস্থি ভস্ম রক্ষিত আছে এবং যা কিনা নেতাজির ব'লে দাবি করা হয়, তার ডি.এন.এ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও নানা বাধা-বিঘ্ন। যেহেতু সেই পবিত্র অস্থিভাণ্ডের সঙ্গে জাপানিদের ভাবাবেগের সম্পর্ক।

নেতাজির অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেস কেনোও দিনই উদারতা দেখায়নি এবং এমনকি নেহরুও মনে প্রাণে কদাচ চাইতেন না যে, নেতাজি দেশে ফিরে আসুন। শুধু তাই নয়, সদ্য প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর খবরটা এই যে, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত নেহরু সরকার বসু-পরিবারের ওপর গোয়েন্দাগিরি ক'রে গিয়েছিল। তাঁদের চিঠি-পত্র সংক্রান্ত যাবতীয় খবর রাজ্য-গোয়েন্দাপুলিশ মারফৎ চ'লে যেত কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাছে। সে-সময়কালে (১৯৬২ সাল পর্যন্ত) আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন,সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিধান রায়। তাঁর অজ্ঞাতসারে এ-সব প্রক্রিয়া সংঘটিত হত এমন ভাবা দুষ্কর। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা বসু এ-সব বিশ্বাস করতে না চাইলেও, বলতেই হয়, এমন ঘটনা প্রমাণিত হলে,দেশজুড়ে আবার নতুন বিতর্কের ঝড় উঠতে পারে। আপাতত, মমতার মাষ্টার স্ট্রোক-কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে সামলায়, এখন সেটাই দেখার।।

দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে ২১ অক্টোবরের পত্রিকা বন্ধ থাকবে---প্রকাশক

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি

গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।